দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 OCT 19[illegible]
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

157

শিক্ষাঙ্গন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সংকট

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চতুর্মুখী সমস্যা বিদ্যমান থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে জেলার সাতটি উপজেলায় শতাধিক সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এসব সমস্যার শিকার। জরাজীর্ণ ছাদ, স্থান সংকুলান, প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, খাবার পানি ও পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনাই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম সমস্যা। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট অফিসসূত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলায় ২০টি, সরাইল উপজেলায় ১১টি, নাছিরনগর উপজেলায় ১৫টি, কসবা ও আখাউড়া উপজেলায় ২১টি, বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় ১৫টি, নবীনগর উপজেলায় ২০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের অবস্থা খুবই নাজুক। যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। শিক্ষা বিভাগ থেকে এগুলোতে ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিকল্প স্থানের অভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই শংকাগ্রস্ততার মাঝে বিদ্যালয়গুলোতে কোমলমতি শিশুদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। আবার কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষকে কারো বাড়ীতে বা পরিত্যক্ত কাচারী ঘরে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

এছাড়া প্রায় বিদ্যালয় এলাকাতে নলকূপ না থাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট রয়েছে। পয়ঃপ্রণালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অনেক স্কুলে স্থান সংকুলান রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বসে ক্লাস করতে পারছে না। শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, চকপেন্সিল ও ডাস্টারসহ অন্যান্য উপকরণের অভাব প্রচুর। অনেক স্কুলে শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। এ সকল অবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতেই অধিক বিদ্যমান। অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কথাও শোনা যায়। এসব কারণে জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে অংকুরেই বিনষ্ট না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ত্বরিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটাই সকলের ধারণা। —খ, আ, ম, রশিদুল ইসলাম